

মোবাইল ফোন - বিপজ্জনক দিক ও সাবধানতা -নীহারেন্দু নাথ

আজ কাল মোবাইল ফোন ব্যবহার করেনা এমন ভিক্ষুকও পাওয়া দুষ্কর হবে। মাত্র দেড় থেকে দুই দশকের মধ্যে মোবাইল নেট মাকড়শার জালের মতো আমাদের ঘিরে ফেলেছে। সমস্ত জীব জগৎ ক্রমেই ডুবছে মোবাইল টাওয়ারের তৈরী এক অদ্ভুত বৈদ্যুতিন ধোয়াঁশার (Electronic Smog)

প্রতিটি মোবাইল টাওয়ার থেকে নির্গত হয় 'মাইক্রোওয়েভ' নামক এক প্রকার তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এই তরঙ্গে আমাদের শরীরের অনেক অংশই ভেদ করতে পারে। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ এই তরঙ্গের শক্তি শোষণ করে উত্তপ্ত হয়। আমাদের মস্তিষ্কের মাইক্রোওয়েভের দীর্ঘ কালিন প্রভাবে মনন ও চিন্তনের স্থায়ী পরিবর্তন হতে পারে। ব্যক্তিত্ব ও ধৈর্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে এই জাতীয় তরঙ্গ।

বিভিন্ন সমীক্ষা ও গবেষণায় দেখা গেছে।

ক) মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে।

- ১) মানুষের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া করার সময় বেড়ে যায়। (গন্ধ নিয়ে সনাক্তকরনে সময় লাগে)
- ২) গড়ে ঘুম কম হয়।
- ৩) ধৈর্য্য কমে যায়।
- ৪) চোখে ছানি পড়ে
- ৫) অকাল বার্ধক্য ঘটে।
- ৬) মায়েদের দুগ্ধক্ষরণ কমে।
- ৭) বন্ধাত্ত্বের সম্ভাবনা বাড়ে
- ৮) গর্ভনাতেের সম্ভাবনা বাড়ে

খ) মোবাইল টাওয়ারের প্রভাবে-

মাথা ঝিম ঝিম করা, বুকে ব্যাথা, স্মৃতি কমে যাওয়া, অকারণে ভয় ভাব, অমনোযোগী ইত্যাদি নানান উপসর্গ দেখা যায়।

গ) লক্ষ করলেই দেখা যায় মোবাইল টাওয়ারের আশেপাশে অনেক গাছে আগের মতো ফল ধরছে না। মুকুল ঝরে যাচ্ছে এমনকি কোনো কোনো গাছ অকালে মরেও যাচ্ছে।

ঘ) ১। অতি সাম্প্রতিক একটি গবেষণা থেকে বিজ্ঞানীরা আসংখ্যা করছেন, মোবাইল টাওয়ারের বিকিরন ব্রেইন টিউমার ও ক্যানসারের কারণ হতে পারে।

২। মোবাইল ফোনে দীর্ঘক্ষন কথা বললে আমাদের কানের নীচের প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই গ্ল্যান্ডে টিউমার বা ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে।

৩। আমরা যে কানে মোবাইল ফোনচেপে ধরে কথা বলি সেই কানের শ্রবনশক্তি অনেকটাই কমে যায়।

মোবাইল টাওয়ারের দূরত্ব যত বেশী হয় মাইক্রোওয়েভের তীব্রতাও তত বেশী করতে হয়। এতে ক্ষতির মাত্রা বাড়ে।

তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের দ্বারা ক্ষতির মাত্রা $D \propto IT$, I = তরঙ্গের তীব্রতা, T = আপতন কাল এক্ষেত্রে নিরাপদ মাত্রা বলে কিছু নেই। যত তীব্রতা কম হবে ক্ষতির মাত্রাও তত কম হবে।

আমাদের শরীরে একটি অদ্ভুত সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে এককে B.B.B ব্যবস্থা বা Blood Brain Barrier বলে। এই ব্যবস্থার দ্বারা রক্তের কোন দূষিত পদার্থ সরাসরি আমাদের মস্তিষ্কের অতি সংবেদনশীল অংশে পৌঁছাতে পারে না। একটি গবেষণায় জানা গেছে অধিকমাত্রায় মোবাইল ফোনের ব্যবহার এই ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেয়।

ইসরো-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডঃ কে. কস্তুরী রঙ্গন একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরন শরীরের ভেতর জীবন্ত কোশ নষ্ট করতে পারে।

বিগত ১৫-২০ বৎসরের মধ্যে মোবাইল ফোন আমাদের নিকট এতই অপরিহার্য যে মোবাইল বিচ্ছেদ অঙ্গ বিচ্ছেদের নামান্তর। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশ্বায়নে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফসল হল মোবাইল ফোন। এর প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা অপারিসীম। মানুষ মানুষে বিভেদ ও দূরত্ব কমাতে মোবাইল একটি অপরিহার্য যন্ত্র তাই মোবাইলকে বাদ দিয়ে নয় বরং একে নিরাপদ করে তোলার জন্য আরো উন্নততর গবেষণা করা উচিত।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞানী এ. পি. জে আব্দুল কালাম বলেছিলেন, “কমশক্তির বিকিরন ছড়াবে এমন মোবাইল টাওয়ার ঘন ঘন বসানোই নিরাপদ”।

মোবাইল প্রযুক্তিকে নিরাপদ করে তোলার জন্য গবেষণার পাশাপাশি কিছু সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

- ১) শিশুদের কানে খেলাচ্ছলেও মোবাইল না দেওয়া
- ২) ১৬ বৎসরের কম বয়সীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
- ৩) টানা ২-৩ মিনিটের বেশী মোবাইলে কথা না বলা।
- ৪) মোবাইল ফোন কানে চেপে না রেখে সংযোগ কারী তার ব্যবহার করা
- ৫) টাওয়ার বসানোর সময় ঘনবসতি অঞ্চল, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এড়িয়ে চলা।
- ৬) টাওয়ার গুলো কমদূরত্বে বসানো।
- ৭) মোবাইল ফোনকে শখ, বিলাসিতা বা লোকদেখানের উপকরণ হিসাবে গন্য না করা
- ৮) একচেটিয়া বানিজ্যিক মোনাফার জন্য বিশ্বজুড়ে মাত্রাতিরিক্ত তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের ধোঁয়াশা ছড়ানোর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা।

পরিশেষে বলি, সম্ভাব্য বিপদ গুলিকে ন্যূনতম করার দাবিতে চূড়ান্ত ব্যবসায়ীক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিশ্ব ব্যাপী আন্দোলন করে তোলতেই হবে। অন্যতায় বিপন্ন হবে আগামী প্রজন্ম। ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক হওয়া দরকার আমাদের প্রত্যেকের।

সূত্র :- ১) আন্দবাজার পত্রিকা, ২) জ্ঞানবিচিত্র, ৩) উৎস মানুষ।